মেহেরপুরের মঞ্জুর ও হুসাইন এখন দেশ সেরা মিক্সড মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন

রয়েল বেঙ্গল ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশীপ এর ঢাকা ফাইট নাইট সিরিজের আরও একটি ইভেন্ট। ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঐতিহ্যবাহী শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, গুলিস্তানে।

ইভেন্টের অনুমোদন দেয় অল বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিক্সড মার্শাল আর্ট এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ মর্শাল আর্ট কনফেডারেশন। যেখানে দেশের ১৪ টি জেলা থেকে মোট ২৬ জন অভিজ্ঞ মিক্সড মার্শাল আর্ট (এমএমএ) খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলো।

এই ইভেন্টে ৭ টি ওজনশ্রেনিতে মোট ১৩ টি বাউট (ফাইট) অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে হতে মেহেরপুর জেলার দুইজন দুটি ওজনশ্রণীর বাউটে (ফাইট) অংশগ্রহন করেছিল।

তারা হচ্ছে মঞ্জুর আলম (২৩) ও হুসাইন কবির(২৩)। মঞ্জুর আলম ফেদারওয়েট (৬৫ কেজি)ওজন শ্রেণীতে টাইটেল বেল্ট চ্যম্পিয়নশীপ এর জন্য লড়াই করে চট্টগ্রামের আব্দুল্লাহ আল ফয়সালের এর বিরুদ্ধে। এই ফাইটে মঞ্জুর আলম তার প্রতিপক্ষ কে প্রথম রাউন্ডেই টেকনিক্যাল নকআউট এর মাধ্যমে হারিয়ে হয়ে যান বাংলাদেশের প্রথম বারেরমত রয়েল বেঙ্গল ফাইটিং চ্যাম্পিনশীপ এর ফেদারওয়েট চ্যাম্পিয়ন।

মঞ্জুর আলম কে সবাই Manjoor “The Hunter” Alam নামেই চিনে। মঞ্জুর আলম এর আগেও ভারত ও থাইল্যান্ডে গিয়ে বাংলাদেশ ও মেহেরপুর নাম উজ্জ্বল করে এসেছে। ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে একাধিকবার স্বর্নপদক এনে দিয়েছে দেশকে। তবে এই প্রথম সে কোনো টাইটেল বেল্ট এর জন্য ফাইট করে জয় লাভ করল।মঞ্জুর আলম এই টাইটেল বেল্ট জেতার পর জানিয়েছেন সে খুব তাড়াতাড়ি ইউএফসি, ওয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ এর মতো গ্লোবাল প্রমোশনে বাংলাদেশর পতাকা উড়াবে।

আর অন্যদিকে হুসাইন কবির বানটামওয়েট (৬১ কেজি) ওজন শ্রেণীতে অংশগ্রহণ করে ঢাকার সামির রাজ এর বিরুদ্ধে। এবং সেও তার শক্তিশালী এই প্রতিপক্ষকে প্রথম রাউন্ডেই সাবমিশন কিমুরা লকের মাধ্যমে কুপোকাত করে তার ক্যারিয়ার প্রথম প্রফেশনাল উইন নিজের

করে নেয়। হুসাইন কবিরও একাধিকবার ভারতে থেকে স্বর্ণ পদক বয়ে নিয়ে আসেন বাংলাদেশের হয়ে। এই ইভেন্টে জয় লাভ করার পর হুসাইন কবির জানান মঞ্জুর আলমের মত সেও খুব শীঘ্রই আরবিএফসি এর টাইটেল বেল্ট জয় করবে নিজের মানুষদের জন্য। মঞ্জুর ও হুসাইন দুইজনেই তাদের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর তারা জানান এই জয় তাদের একার নয়, এই জয় দেশের মানুষে, এই জয় মেহেরপুরের মানুষের জয়।

মঞ্জুর আলম ও হোসাইন কবির বলেন আপনারা সবাই আমাদের দুজনের জন্য দোয়া করবেন যেন সামনে আরো ভালো কিছু করতে পারি ।

মেহেরপুরের প্রতিবন্ধী সাকিরুল হয়েছেন দেশ সেরা ও সফল

মেহেরপুরের সাকিরুল ইসলাম প্রতিবন্ধী হয়েও হয়েছেন দেশ সেরা ও সফল । কঠোর পরিশ্রমের ফলে সাবলম্বী হওয়া প্রতিবন্ধী সাকিরুল পেয়েছেন দেশ সেরা এ্যাওয়ার্ড। সারা দেশের মধ্যে যে চারজন প্রতিবন্ধী এ পুরুস্কার পেয়েছেন তাদের মধ্যে সাকিরুল অন্যতম। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের কৃষক জামাত আলীর ছেলে। গত ৩ ডিসেম্বর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনায়ল আয়োজিত বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দেশ সেরাদের মধ্যে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সচিব জাহাঙ্গীর আলম।

সাকিরুলের বয়স যখন ১০ কিংবা ১২। আর দশটা ছেলের মতোই সাকিরুল ছিল বেশ চটপটে ও দুরন্তপনা।খেলাধুলায় মেতে থাকত সারাক্ষণ। বন্ধুদের সঙ্গে খেলার ছলে সাকিরুল বাড়ির বৈদ্যুতিক খুঁটিতে উঠে হাত দেয় বৈদ্যুতিক তারে। এতেই ঘটে বিপত্তি। দুটি হাতই ঝলসে যায় । অনেক চিকিৎসার পরও কোনো উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দুটি হাত কেটে ফেলতে হয়। দুটি হাত হারিয়ে সাকিরুল হয়ে পড়েন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সাকিরুলের সঙ্গে তার পরিবারেও নেমে আসে হতাশা। অনেকেই সাকিরূলকে অন্যের দ্বারে হাত পেতে সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু এ পরামর্শ মানতে নারাজ সাকিরুল ও তার বাবা-মা। পারিবারিক ও প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুলেছেন ছাগলের খামার। ছাগল

পালন করে সংসার চালিয়ে নিজেকে সাবলম্বী করে তুলেছেন তিনি।

৩১তম আন্তর্জাতিক ও ২৪ত জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২২ ইং উৎযাপন উপলক্ষে সফল প্রতিবন্ধী হিসেবে এ্যাওয়ার্ড গ্রহন করেন সাকিরুল । এসময় তাকে নগদ টাকা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। দেশ সেরা এ্যওয়ার্ড পাওয়ায় মেহেরপুর জেলার সরকারি চাকরিজীবীসহ বিভিন শ্রেনীপেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানান।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসের রেজিষ্ট্রেশন অফিসার কাজি মুনসুর আলী জানান, জেলায় অনেক প্রতিবন্ধী রয়েছে তারা অনেক সংগ্রাম করে সংসার চালাচ্ছেন এবং সাবলম্বী হয়েছেন। সমাজ সেবা থেকে একটি তালিকা পাঠানো হয় ঢাকায়। এরমধ্যে সাকিরুলের নামটিও ছিল। সেই তালিকা অনুযায়ী চার জনকে দেশ সেরা প্রতিবন্ধীকে অনুপ্রেরণামুলক সম্মাননা দেয়া হয়। সাকিরুল দেশ সেরা সফল প্রতিবন্ধী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় আমরাও তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন ও সম্মান জানিয়েছি।

মেহেরপুর সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সাকিরুল ইসলামকে সমাজ সেবা মন্ত্রনালয় থেকে দেশ সেরা এ্যাওয়ার্ড দেয়ায় আমরা অনেক আনন্দিত। আমরাও সাকিরুলের বাড়িতে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। সাকিরুলের এই অর্জন অনেক পরিশ্রমি প্রতিবন্ধীদের উৎসাহ যোগাবে। সাকিরুলকে সম্মাননা স্বারক ও নগদ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে বলে জানান তিনি।